গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রেরিত বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল (সংশোধিত) আইন, ২০১৬ সম্পর্কে আইন কমিশনের মতামত ও সুপারিশঃ

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের বিগত ০৭-০২-২০১৬ খ্রি. তারিখের বাপ্রেকা/১/২৪৮/২০১৩/১৫৬নং স্মারকমূলে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল (সংশোধিত) আইন, ২০১৬ (প্রস্তাবিত সংশোধনী) সম্পর্কে আইন কমিশনের মতামত জানতে চাওয়া হয়।

প্রস্তাবিত সংশোধনীতে প্রকাশক, সম্পাদক ও কর্মরত সাংবাদিকগণের কৃত মানহানির অপরাধের বিচার বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল করবে উল্লেখে দন্ডবিধি [The Penal Code,1860 (Act XLV of 1860)] এর আওতামুক্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং প্রেস কাউন্সিলের আদেশ অবমাননা সংক্রান্ত বিধান মূল প্রেস কাউন্সিল আইনে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে । প্রস্তাবিত বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল (সংশোধিত) আইন, ২০১৬-এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ-

১. মানহানির নূতন সংজ্ঞা;

২. সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ ফৌজদারি আদালত ব্যতিরেকে প্রেস কাউন্সিলে দায়ের হবে;

৩. মানহানির সাজা;

৪. মানহানিকর বস্তু মুদ্রণ বা ইন্টারনেটে প্রচার বা খোদাইকরণ এর সাজা;

৫. মানহানিকর বিষয় সম্বলিত মুদ্রিত বা ইন্টারনেটে প্রচারিত বা খোদাই করা বস্তু বিক্রয় এর সাজা;

৬. অভিযোগ/ অভিযোগসমূহের ফি;

৭. প্রেস কাউন্সিলের আদেশ অবমাননার সংজ্ঞা;

৮. প্রেস কাউন্সিলের আদেশ অবমাননার শাস্তি এবং

৯. অর্থদন্ড আদায়ের ক্ষেত্রে Public Demand Recovery Act,1913 প্রযোজ্য হওয়া।

উক্ত প্রস্তাবিত বিষয় সমূহ মূল আইনের ১২ ধারার সাথে উপ-ধারা আকারে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত বিষয় সমূহের আইনগত দিক নিম্নে পরীক্ষা করা হলো।

মানহানি মামলার বিদ্যমান বিচার প্রক্রিয়াঃ

The Penal Code, 1860 (দন্ডবিধি) -এর ৪৯৯, ৫০০, ৫০১ ও ৫০২ ধারাসমূহে মানহানি সংক্রান্ত অপরাধের সংজ্ঞা ও শাস্তি বর্ণিত আছে। দন্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় ০৪টি ব্যাখ্যাসহ মানহানির সংজ্ঞা, ৫০০ ধারায় মানহানির শাস্তি (০২ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড), ৫০১ ধারায় জ্ঞাতসারে মানহানিকর বিষয় মুদ্রণ বা খোদাই করণের শাস্তি (০২ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড) এবং ৫০২ ধারায় মানহানিকর বিষয় সম্বলিত মুদ্রিত বা খোদাই করা বস্তু বিক্রয় করার শাস্তি (০২ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড) বর্ণিত আছে।

সাংবাদিকগণসহ দেশের সকল নাগরিকের বিরুদ্ধে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট) The Code of Criminal Procedure,1898 (Act V of 1898) অনুযায়ী মানহানির অপরাধ আমলে নেন এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট) আদালত-এ এরূপ অপরাধের বিচার হয়।

আবার, মানহানির জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন দেওয়ানি আদালতে ক্ষতিপূরনের মামলা করা যায়।

প্রেস কাউন্সিলের আদেশ অমান্য করার বর্তমান অবস্থাঃ

প্রেস কাউন্সিল এর আদেশ অবমাননা সংক্রান্ত বিধান (সংজ্ঞা ও শাস্তি) না থাকায় উক্ত বিধান অন্তর্ভূক্তির জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইন সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রেস কাউন্সিলের আদেশ অমান্য করার কোন পরিষ্কার তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায়নি। তবে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখিত বিভিন্ন মামলার রায় পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত সাংবাদিক বা সংবাদপত্র কর্তৃক কাউন্সিলের আদেশ অমান্য করার প্রবনতা রয়েছে। কাউন্সিলের ২০১০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখিত ২/২০১০ নং মামলার রায়ে উল্লেখ আছে যে, মামলার প্রতিপক্ষ সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজ পত্রিকার সম্পাদক জনাব মোঃ একরামুল হক ইতিপূর্বে দরখাস্তকারী জনাব মোঃ মতিউর রহমান এর বিরুদ্ধে উক্ত পত্রিকায় তাকে দূর্নীতিবাজ আখ্যায়িত করে প্রতিবেদন প্রকাশ করলে দরখাস্তকারী প্রেস কাউন্সিলে ৮/২০০৮ নং মামলা দায়ের করেন। জনাব মোঃ একরামুল হক ঐ মামলায় প্রতিপক্ষ হিসেবে জবাব দাখিল করেন। শুনানী অন্তে ঐ মামলায় প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ একরামুল হক এর বিরুদ্ধে রায় হয় এবং রায়ে তাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কারসহ ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ রায় প্রদানকারী প্রেস

কাউন্সিল তথা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে দরখাস্তকারীর পক্ষে প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগ দিয়ে একই পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ করেন এবং দরখাস্তকরীর বিরুদ্ধেও পুনরায় প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী মামলাটি দায়ের করেন। কাউন্সিলের ২০১৩ ও ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখিত মামলা নং ১/২০১২, ২/২০১২ ও ৩/২০১২ এর রায় পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইস্ট-ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড এর মালিকানাধীন দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ও TheDaily Sun পত্রিকায় এবং অনলাইন পত্রিকা banglanews24.com-এ দরখাস্তকারী দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক জনাব মতিউর রহমান এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন তারিখে একই রকম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ১টি মামলা চলাকালে অন্য মামলার অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪-এ দোষী সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কেবল সতর্ক, ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করা ব্যতিত কোন দন্ড প্রদানের ক্ষমতা না থাকায় কাউন্সিলের রায় বা আদেশ সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক বা সংবাদপত্র বার বার অমান্য করতে উৎসাহিত হয় বলে উপরোক্ত ২/২০১০ নং মামলার রায়ে উল্লেখ করা হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান প্রেস কাউন্সিল সংক্রান্ত আইনঃ

প্রেস কাউন্সিল সংক্রান্ত আইন বিশ্বের অনেক দেশেই বিভিন্ন নামে বিদ্যমান। সার্কভূক্ত কয়েকটি দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি দেশে বিদ্যমান প্রেস কাউন্সিল সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনায় অভিযোগের বিচার ও কাউন্সিলের আদেশ অবমাননা সংক্রান্ত নিম্নরূপ বিধান থাকা পরিলক্ষিত হয়ঃ

ভারতঃ সার্কভূক্ত দেশ ভারতে Press Council Act, 1978 বলবৎ আছে। উক্ত আইনের ১৪(১) ধারা অনুযায়ী, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিককে কাউন্সিল কেবল সতর্ক (warn), মৃদু ভর্ৎসনা (admonish) বা তিরস্কার (censure) করতে পারে।

এ আইনে কাউন্সিলের আদেশ বা নির্দেশ অবমাননা সংক্রান্ত বিধান নাই।

শ্রীলংকাঃ শ্রীলংকায় Sri Lanka Press Council Law, 1973 বলবৎ আছে। উক্ত আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী, অসত্য, অসম্পূর্ন, বিকৃত বিবরণ, ছবি বা অন্য কিছু প্রকাশ করলে কিংবা কোন সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিক পেশাগত অসদাচরন করলে এবং তা কাউন্সিলের তদন্তে প্রমানিত হলে কাউন্সিল তৎ কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধনী প্রকাশের আদেশ দিতে পারে কিংবা নিন্দা করতে পারে কিংবা সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিতে পারে।

একই আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি কাউন্সিলের তদন্ত কাজে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হলে কাউন্সিলের বিরুদ্ধে অবমাননা বা অসম্মান এর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং তা সংবিধানের ১০৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, The Court of Appeal (শ্রীলংকা সুপ্রীম কোর্টের পরে ২য় সর্বোচ্চ আদালত) –এ বিচার্য হবে।

একই আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি কোন সংবাদপত্রে- (১) কোন পবিত্র বস্তুর প্রতি অবজ্ঞাপূর্ন বিষয় (profane matter) বা (২) দন্ডবিধির ৪৭৯ ধারায় বর্নিত মানহানিকর বক্তব্য বা বিষয় বা (৩) জননৈতিকতার জন্য

ক্ষতিকারক কোন বিজ্ঞাপন বা কোন অশোভন (indecent) বা অশ্লীল (obscene) বিবরণ বা বিষয় প্রকাশ করেন বা করতে সহায়তা করেন তিনি অনূর্ধ্ব ৫০০০ টাকা অর্থ দন্ডে বা অনূর্ধ্ব ০২ বছর করাদন্ডে বা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হবেন ।

একই আইনের ৩১ ধারা অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি কাউন্সিলের কোন আইনানুগ আদেশ অমান্য (disobey) করলে তা এ আইনের অধীনে অপরাধ হবে এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে ১০০০ টাকা অর্থদন্ড বা ০১ বছর কারাদন্ড বা উভয় দন্ড হবে ।

অস্ট্রেলিয়াঃ ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত Australian Press Council এর প্রেসকে অর্থদন্ড বা শাস্তি প্রদানের কোন আইনগত বা সাংবিধানিক ক্ষমতা নাই। কাউন্সিল শুধুমাত্র তিরস্কার করতে পারে বা প্রকাশিত বিবরণ সংশোধনের বা ক্ষমা প্রার্থনার কিংবা অনুরূপ অন্য প্রতিকারের নির্দেশ দিতে পারে।

ফ্রান্সঃ ফ্রান্সে প্রেস কাউন্সিল নামে প্রতিষ্ঠান নাই। ফ্রান্সের প্রচলিত আইনে প্রেস সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়। ফ্রান্সের প্রচলিত আইন দেওয়ানি ও ফৌজদারি- দুই ভাগে বিভক্ত।

ডেনমার্কঃ ডেনমার্কে ১৯৯২ সালে Danish Press Council প্রতিষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল প্রেস এর উপর কোন শাস্তি আরোপ কিংবা অভিযোগকারীকে আর্থিক ক্ষতিপূরনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

জার্মানীঃ German Press Council German Press Code অনুযায়ী প্রেস এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের নিষ্পত্তি করে। German Press Code এর ১২(৫) ধারা অনুযায়ী, কোন অভিযোগ ন্যায্য (justified) হলে প্রেস কাউন্সিলের অভিযোগ কমিটি (complaints committee) তা অগ্রাহ্য (disapproval) বা ভর্ৎসনা (reprimand) বা উপদেশ নোটিশ (advice notice) ইস্যু করতে পারে।

German Press Code-এ প্রেস কাউন্সিলের আদেশ বা নির্দেশ অবমাননা সংক্রান্ত বিধান নাই।

কানাডাঃ কানাডায় ২০১৫ সালে কয়েকটি আঞ্চলিক প্রেস কাউন্সিল (Ontario, Atlantic and British Columbia Press Council) এর সমন্বয়ে The National Newsmedia Council প্রতিষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের কোন প্রকার দন্ড প্রদানের ক্ষমতা নাই।

যুক্তরাজ্যঃ Independent Press Standards Organisation(IPSO) যুক্তরাজ্যের প্রেসকে নিয়ন্ত্রন করে। IPSO এর অধীনে গঠিত Complaints Committee (অভিযোগ কমিটি) Editor's Code লংঘিত হয়েছে মর্মে সিদ্ধান্ত নিলে সংশোধনী প্রকাশের বা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশনার নির্দেশ দিতে পারে, কোন কারাদন্ড বা অর্থদন্ড দিতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রঃ যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় কোন প্রেস কাউন্সিল না থাকলেও আঞ্চলিক প্রেস কাউন্সিল ছিল৷ বর্তমানে কোনটারই অস্তিত্ব নাই৷ সর্বশেষ ৩১/০৫/২০১৪ ইং তারিখে Washington News Council বন্ধ হয়ে যায়।

নিউজিল্যান্ডঃ Newzealand Press Council-এর অভিযুক্ত সংবাদ সংস্থার প্রকাশনার তিরস্কার করার, সংশোধনী প্রকাশের বা প্রত্যাহারের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। কাউন্সিলের কোন প্রকার দন্ড প্রদানের ক্ষমতা নাই।

উপরোক্ত দেশসমূহের প্রেস কাউন্সিল সংক্রান্ত বিধি-বিধান হতে দেখা যায়, কোন দেশেই কোন প্রকার দন্ড প্রদানের ক্ষমতা প্রেস কাউন্সিলকে দেয়া হয়নি। কেবল শ্রীলংকা প্রেস কাউন্সিল আইনে কাউন্সিলের আদেশ অবমাননার জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে, তবে আদেশ অবমাননার বিচার করবেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট, কাউন্সিল নয়।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকগণ কর্তৃক কৃত মানহানির বিচার যেভাবে হয়ঃ

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড-এ মানহানি টর্ট আইনের অন্তর্ভূক্ত। টর্ট আইনেই অন্যান্য নাগরিকদের মত সাংবাদিকগণের মানহানির বিচার হয়। ভারত, শ্রীলংকা, জাপান, মালয়েশিয়ায় মানহানির বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় আইনে সাংবাদিকগণের বিরুদ্ধে প্রতিকার চাওয়া যায়, যা আমাদের দেশের অনুরূপ। অস্ট্রেলিয়ায় Defamation Act, 2005 অনুযায়ী সাধারন নাগরিকদের অনুরূপ সাংবাদিকগণ দ্বারা কৃত মানহানির বিচার হয়। সিঙ্গাপুর-এ মানহানি Penal Code এর অন্তর্ভূক্ত। উক্ত আইনেই সাংবাদিকগণের বিচার হয়। এছাড়াও জার্মানী, দক্ষিন আফ্রিকা, দক্ষিন কোরিয়ায় প্রচলিত আদালতেই সাংবাদিকগণ দ্বারা কৃত মানহানির বিচার হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ দেশের মত বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত মানহানির অভিযোগের বিচার প্রচলিত দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে হয়। সাংবদিকদের দ্বারা কৃত মানহানির বিচারের জন্য পৃথক ব্যবস্থা কেথাও পাওয়া যায়নি।

আইন কমিশনের মতামত ও সুপারিশঃ

উপরোক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত কারণে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর প্রস্তাব অনুযায়ী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দন্ডবিধির পরিবর্তে প্রেস কাউন্সিল আইনে অন্তর্ভূক্ত করা এবং কাউন্সিলের আদেশ অবমাননা সংক্রান্ত বিধান প্রেস কাউন্সিল আইনে অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন হবে না। কারণসমূহ নিম্নরূপ-

প্রথমতঃ প্রস্তাবিত ১২(৪), ১২(৪)(ক), ১২(৪)(খ), ১২(৪)(গ) ও ১২(৪)(ঘ) ধারাসমূহে বর্ণিত বিধানাবলী বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনে অন্তর্ভূক্ত করলে **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান** এর **২৭ অনুচ্ছেদ**-এ বর্ণিত **'আইনের দৃষ্টিতে সমতা'** ও **৩১ অনুচ্ছেদ**-এ বর্ণিত **'আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার'** এ দুটি মৌলিক অধিকারের লংঘন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই বিধান বাস্তবায়ন করা হলে নাগরিকদের একটি বিশেষ গোষ্ঠি (সাংবাদিক) কে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবে, যা **বৈষম্যমূলক এবং এরূপ বিধান আইন সম্মত নয়।**

দ্বিতীয়তঃ আদালত অবমাননা শব্দটি একান্তভাবে আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট। ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননার আইনে [The Contempt of Courts Act, 1926(Act XII of 1926)] জেলা পর্যায়ে আদালত অবমাননার বিচার কেবল উচ্চ আদালত করতে পারে। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইন অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হলেও আদালত নয়। ফলে প্রস্তাবিত ১২(৬) ও ১২(৭) ধারাসমূহে বর্ণিত বিধানাবলী বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনে অন্তর্ভূক্ত করণ আইনসম্মত নয়।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর কার্যালয় কেবলমাত্র ঢাকায় হওয়ায় সারাদেশের অপরাপর জেলাবাসীর পক্ষে প্রেস কাউন্সিলে মানহানির মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা দুরূহ হবে।

তবে শৃংখলা রক্ষার্থে ও প্রেস কাউন্সিলের আদেশ পালনে বাধ্য করনার্থে কাউন্সিলের আদেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে জরিমানাসহ সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ক্ষমতা বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলকে প্রদানের নিম্নরূপ বিধান প্রেস কাউন্সিল আইনে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারেঃ

১২(ক)। **প্রকাশিত বিবরণ সংশোধনের ও ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা**।- কাউন্সিল ১২ ধারা মোতাবেক সতর্ক, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিককে ক্ষেত্রমতে প্রকাশিত বিবরণ সংশোধনের ও অভিযোগকারীর নিকট লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিতে পারিবে।

১২(খ)। **জরিমানা ও সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ক্ষমতা**।- (১) কাউন্সিল তৎ কর্তৃক ১২ ও ১২(ক) ধারায় প্রদত্ত আদেশ অমান্য বা প্রতিপালন করা হয় নাই মনে করিলে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা বা সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদিককে যুক্তিসংগত জরিমানা [যেমন- সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা] করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল যুক্তিযুক্ত মনে করিলে (১) উপ-ধারা মোতাবেক জরিমানার সহিত সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জরিমানা বা উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সাময়িক বন্ধ রাখার আদেশ প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে হইবে এবং আগ্রহী সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ বা তাহাদের প্রতিনিধিকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দিতে হইবে।

স্বাক্ষরিত

(অধ্যাপক ড. এম শাহ আলম)

সদস্য

আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত

(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)

সদস্য

আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত

(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)

চেয়ারম্যান

আইন কমিশন